Study Material for Semester- Vi
Paper – International Relation after 2nd World War
Given By- Suvendu Saha, (Assistant Prof) Dept. of Historty,
Bidhan Chandra College, Asansol

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পতনে গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকার ভূমিকা

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের আবির্ভাব ছিল আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে এক চমকপ্রদ ঘটনা । নানারকম সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েত যুক্ত রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটি সার্থক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল। জন্মলগ্ন থেকে নানা প্রতিকুল অবস্থার সাথে মোকাবিলা করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসবে স্থির প্রত্যয়ে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। দ্রুত শিল্পায়ন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, উচ্চ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর বিকাশ এবং শ্রমিকদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা করে এই রাষ্ট্রটি নিজের গুরুত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছিল। পুঁজিবাদী দুনিয়ার কর্ণধার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমানতালে নিজের বিকাশকে ধরে রেখেছিল। পুঁজিবাদী দেশগুলোর সঙ্গে তার অর্থনৈতিক ব্যবধান কমে গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্র দেশগুলোর সমকক্ষ হিসাবে বিকাশলাভ করেছিল। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, খেলাধুলো সকল ক্ষেত্রেই সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজের ভূমিকাকে উজ্জ্বল করেছিল।

সত্তর দশক পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতি ছিল তুঙ্গে। কিন্তু তলিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে এই সময় থেকেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক সংকট শুরু হয়েছিল। ক্ষয়ে যাওয়া অর্থনীতিকে মেরামত করার কোন উদ্যোগ না করে ঠাণ্ডা লড়াইকে চালিয়ে গিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক প্রতিযোগিতা চালিয়ে এই আর্থিক সংকটকে আরও বাড়িয়েছিল। পরিণতিতে আর্থিক বিকাশে ভাটা পড়েছিল। প্রযুক্তির বিকাশ হয়নি। জীবন যাত্রার মনের উন্নয়ন কমতে থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় সামাজিক জীবনে নানা ব্যাধির উপসর্গ। যুবকদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা , মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্তি, দুর্নীতি মূলক কার্যকলাপ রুশ সমাজ জীবনকে কালিমালিপ্ত করেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা। যতদিন গিয়েছিল এই সব প্রবণতা তত বৃদ্ধি পেয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়া ক্রমশ সংকটের আবর্তে পড়েছিল।

১৯৮৫ সালের নির্বাচনে মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারন সম্পাদক রূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন। গর্বাচেভ ছিলেন নতুন প্রজন্মের প্রতিভূ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল তার কাছে

শৈশবের স্মৃতি মাত্র। তীব্র আর্থিক সংকটে সোভিয়েত ইউনিয়ন জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। দল ও সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে আর্থিক ভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন দেউলিয়া হয়ে গেছে। তিনি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে সমঝোতার নীতি অনুসরণ করেছিলেন। পূর্ব ইউরোপ থেকে সমর বাহিনী কে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। 'ব্রেজনেভ নীতি' কে তিনি গুরুত্ব দেননি। তার কাছে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সময়ে হওয়া ওয়ারশ চুক্তির কোন মুল্য ছিল না। আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ভূমিকা পালন করেছিল গর্বাচেভের কাছে তা ছিল অর্থহীন। তিনি আফগানিস্তান থেকে রুশ সেনা সরিয়ে নিয়েছিলেন।

গর্বাচেভ যখন ক্ষমতায় আসেন তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিস্থিতি খুবই জটিল ছিল। অর্থনীতি ছিল বিধ্বস্ত, প্রশাসন ছিল জটিল। এই অবস্থাকে বলা হয় স্থবিরতার যুগ বা Era of stagnatation বা জাসতোই (Zastoi) । এই অবসাথ থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার মুক্তির উপায় ছিল সংস্কারের পথে হাঁটা। গর্বাচেভ তাই করেছিলেন। তিনি সংকটের রোগ নির্ণয় এবং নিরাময়ের উপায় সম্পর্কে তার বিধান ১৯৮৭ সালে পেরেস্ত্রৈকা গ্রন্থে দিয়েছিলেন। এই পুস্তকে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনীতির খারাপ দিকগুলি তুলে ধরেছেন। সেগুলি হল কাঁচামালের বিনষ্টিকরণ, শ্রমিকদের দক্ষতার অভাব, নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের অনীহা এবং অতি কেন্দ্রিভুত শাসন পরিচালনার কাঠিন্য ইত্যাদি। এই ধরনের সংকট কেবলমাত্র পুঁজিবাদের মধ্যেই সিমাবদ্ধ নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশেও তা সমানভাবে কার্যকর। গর্বাচেভ উল্লেখ করেছিলেন সোভিয়েত সংকটের মূলে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুর্বলতা, পরিচালন ব্যবস্থায় অতিমাত্রায় কেন্দ্রিকতা, মানুষের অনুরাগকে অবহেলা ইত্যাদি। গণতন্ত্রের অভাবের কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। তিনি ব্যাপক গণতন্ত্রীকরণের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করার কথা বলেছিলেন।

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের রূপান্তর ঘটাতে গর্বাচেভ যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন সেগুলি হল গ্লাসনস্ত Glasnost এবং পেরেস্ত্রৈকা Perestroika। ১৯৮৫ সালের সাতাশতম কমিউনিস্ট পার্টির অধিবেশনে গ্লাসনস্ত এবং পেরেস্ত্রৈকা কে নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। গ্লাসনস্ত বলতে বোঝানো হয়েছিল মুক্তমনা হওয়ার জন্য ব্যাপক গণতন্ত্রের বিকাশ কে। Glasnost এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Openness । এর সংজ্ঞা হল খোলাখুলি রাজনৈতিক বিতর্ক ও আলোচনা। সংবাদ ও মত প্রকাশে ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা।

অন্যদিকে পেরেস্ত্রৈকার অর্থ হল পরিবর্তন, পুনর্গঠন ও সংস্কার। গর্বাচেভের মতে, পেরেস্ত্রৈকা কেবল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন কে সূচীত করবে না, সামগ্রিকভাবে সবেরই পরিবর্তন হবে। তিনি এই

দুই সংস্কার নীতির দ্বারা গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিকে তিনি পুনর্বিবেচনা করতে চেয়েছিলেন। দলের মধ্যে তিনি বিতর্ককে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সংখ্যালঘুদের বিষয়কে তিনি বিবেচনা করেছিলেন।

মনে রাখা দরকার গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকাকে আলাদা আলাদা ভাবে বোঝা সম্ভব নয়। কারন দুটোই হল একে অপরের পরিপূরক এবং এই দুটোকে নিয়েই গর্বাচেভের সংস্কার। গ্লাসনস্তের প্রয়োগের ফলে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল। সবার অজান্তে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ‘ অসামরিক সমাজের’ অর্থাৎ Civil Society র উদ্ভব হয়েছিল। একথা বলতে দ্বিধা নেই যে গর্বাচেভের পূর্বে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ গণতন্ত্রের আস্বাদ তেমন পায়নি। ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে চলছিল বিরামহীন একদলীয় শাসন। স্তালিনের সময় থেকে রুশ জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল না। বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করা হয়েছিল। বহু মানুষের প্রান গিয়েছিল। সোভিয়েত শাসন ক্রমশ হৃদয়হীন শাসনে পরিণত হয়েছিল। মানুষের মূল্যবোধের কোন বহিঃপ্রকাশ ছিলনা। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় পুঁজিবাদী দুনিয়ার সঙ্গে কাজিয়া লড়তে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাধারন মানুষের চাহিদা অবহেলিত হয়েছিল। জড়তা গ্রাস করেছিল সমাজ জীবনের উন্নয়নের ক্ষেত্রকে। গর্বাচেভ এই বিষয়গুলিকে অনুধাবন করে গ্লাসনস্তের মাধ্যমে জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনাকে গুরুত্ব দিয়েছিল। মানুষ গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছিল। প্রচার মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা শুরু হয়েছিল এবং এর ফলে বিভিন্ন স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল। এই গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন মতে বিশ্বাসী ছিল। এর ফলে পুরানো ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে শুরু করে। এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়করা স্বীকার করে নিলেও স্তালিনের রচনা তখনও নিষিদ্ধ থেকে যায়। ধীরে ধীরে লেনিন মার্ক্সের রচনাও দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। কেবল নতুন প্রজন্মের কাছে নয়, শ্রমজীবি ও সাধারন মানুষের মধ্যে মার্কসবাদের চর্চা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে আসে।

১৯৮৯ সালে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে গণতন্ত্রীকরণ শুরু হয়। বিভিন্ন স্তরের নির্বাচনে কমিউনিস্টরা তাদের বিরোধীদের কাছে পরাজিত হয়। বিপুল ভোটে জয়ী এইসব বিরোধীরা কমিউনিস্ট দলের কঠোর সমালোচক ছিলেন। তারা অনেকেই ছিলেন সমাজতন্ত্রের বিরোধী। পুঁজিবাদের সমর্থকরাও তাদের বক্তব্যকে তুলে ধরেছিল। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যেসব মত প্রকাশ হতে থাকে তাকে সহানুভূতির সঙ্গে নতুন প্রজন্ম গ্রহণ করেছিল।

সোভিয়েত সমাজের তিনটি প্রধান গোষ্ঠী পুঁজিবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সেগুলি হল – (১) শিল্প উদ্যোক্তা শ্রেণী। অর্থনৈতিক সংস্কারের আদিপর্বে ব্যক্তিমালিকানায় নিযুক্ত ছোট ছোট ব্যবসায়ী ছিলেন তারা। বিভিন্ন ব্যবসা বানিজ্যে, পরিষেবা ও কৃষি

ক্ষেত্রে তারা নিযুক্ত ছিলেন। সংস্কার যখন শুরু হয় তখন তাদের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। সংস্কারের সুযোগে এরা মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং ধনী হয়ে নিজেদের অবস্থানকে আইনসিদ্ধ করে। তারা সমাজজীবনে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল এবং নিজেদের সংগঠিত করেছিল।

(২) বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর একাংশ সংস্কার শুরু হলে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সোভিয়েত সমাজের বুদ্ধিজীবীরা রাজনৈতিক ভাবে খুবই দুর্বল ছিল। কারন তাদের বড় অংশ সোভিয়েত নেতৃত্বের প্রতি অনুগত ছিল। এই অবস্থায় বুদ্ধিজীবীদের একাংশ বিরোধীপক্ষ অবলম্বন করেছিল এবং সংস্কারের সুযোগে গণতান্ত্রিক পরিবেশে কমিউনিস্ট বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সংবাদপত্র ও দূরদর্শনে তারা কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচার শুরু করেছিল। সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম নিজেদের খুশি মতো সংবাদ পরিবেশন শুরু করেছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বুদ্ধিজীবীদের একাংশ কমিউনিস্ট বিরোধী ভূমিকা পালন করে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে কমিউনিস্ট শাসনের পতনের পথকে প্রশস্ত করেছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থকে বেশি করে গুরুত্ব দিয়েছিল। যখন সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার দরজা বিশ্বের কাছে খুলে দেওয়া হয়েছিল তখন রুশ বুদ্ধিজীবীরা লক্ষ্য করেন যে পশ্চিমী দেশের বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুদ্ধিজীবীরা তাদের থেকে বৈষয়িক দিক দিয়ে অনেক ভাল অবস্থায় আছে। ওই দেশের বুদ্ধিজীবীরা রুশ বুদ্ধিজীবীদের থেকে অনেক বেশি উন্নত জীবন যাপন করেন। তারা অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন। রুশ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি ন্যায় বিচার হচ্ছে না একথা তারা প্রচার করেন।

(৩) রুশ বুদ্ধিজীবীদের মতো কমিউনিস্ট শাসনের পতনে যে শ্রেণী টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সেটি হল সমাজের অভিজাত বা কুলীন শ্রেণী। দীর্ঘদিন ধরে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে এই কুলীন বা এলিৎ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। সংস্কারের সুযোগে এরা শক্তিশালী হয়েছিল এবং কমিউনিস্ট শাসনের পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

গ্লাসনস্তের মুক্ত পরিবেশে কমিউনিস্ট শাসন ভেঙে পড়েছিল। গর্বাচেভ এই নীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে আর্থিক দিক দিয়ে সংস্কার আনতে চেয়েছিলেন। গর্বাচেভ পার্টির ১৯তম সম্মেলনে ঘোষণা করেছিলেন, পেরেস্ত্রৈকার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের আধারে এমন এক সমাজ গঠিত হবে যেখানে থাকবে এক দক্ষ অর্থনীতি এবং একটি উন্নত বিজ্ঞান প্রযুক্তি নির্ভর মানবিক ও গণতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো। তিনি অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে রুশ জনগণকে এক উন্নততর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন।

সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনীতি ভেঙে পড়েছিল। অর্থনৈতিক সংকটের ধারা অব্যাহত ছিল। মুদ্রাস্ফীতির চাপ ছিল। ধন – বৈষম্য ছিল। একদিকে ছিল প্রাচুর্য্য, অন্যদিকে ছিল দরিদ্রতা, সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ১৯৭১ সালে নির্ধারিত ৭০ রুবেলের মজুরি পরবর্তী দশকেও বৃদ্ধি পায়নি। কিন্তু বেতনহার বেড়েছিল। বহু মানুষ দরিদ্র সীমার নীচে ছিল। বিদেশী ঋণের বোঝা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাজেটে ঘাটতি বেড়েছিল। সামরিক খাতে ব্যয় বেড়েছিল। ১৯৮৯ সালে সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৭৭.৩ বিলিয়ন রুবেল। ১৯৯১ সালে রুশ অর্থনীতি ক্রমশ ভেঙে পড়েছিল। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে শিথিল করা হয়েছিল এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অবসান হয়েছিল। কিন্তু পুরানো ব্যবস্থা ধ্বংস হলেও সে যায়গায় কোন নতুন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ফল স্বরূপ উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছিল।

গ্লাসনস্ত এবং পেরেস্ত্রৈকার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্রীকরণ। গর্বাচেভের সংস্কার দেশের অভ্যন্তরে ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ তীব্র আকার ধারন করেছিল। অর্থনৈতিক সংকট ক্রমশ বেড়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দাপট। সোভিয়েত আধিপত্য ধ্বংস করে বিশ্বজুড়ে একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিনীরা চাপ সৃষ্টি করেছিল। সব মিলিয়ে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বলপ্রয়োগের ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছিল। মার্কিনীদের সাথে আপোষে আসতে বাধ্য হয়েছিল। আফগানিস্তান থেকে সেনা সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি সোভিয়েত প্রভুত্বকে অস্বীকার করেছিল। বার্লিন প্রাচির ভেঙে দিয়ে দুই জার্মানি একত্রিত হয়েছিল এবং ওয়ারশ চুক্তি বাতিল হয়েছিল। এসবের পরিণতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হলে বিশ্ব ইতিহাসে এক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছিল।